ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৪
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫

ইসলামী আইনে বিধবাদের অধিকার : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ আতিকুর রহমান*

[**সারসংক্ষেপ :** *ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এ বিধানে মানবজাতির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে জন্মের পর পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, আবার কারো জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও তার বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। বিবাহিত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে তার স্ত্রী বিধবা হয়ে যায়। আর ইসলামের বিধানানুযায়ী সে স্ত্রীর ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য চলে আসে। আর এ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে, পাশাপাশি সমাজকেও তার অবস্থান পরিস্কার করতে পারে। আর এভাবে সে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি তার অধিকারগুলো আদায় করতে পারে। আর তা না হলে স্বামীহারা এ স্ত্রী তার জীবন, সম্ভ্রম, ভরণ-পোষণ ও তার সম্পদ প্রাপ্তির নিরাপত্তাহীনতায় সময়ক্ষেপণ করতে থাকে। পরিবার, সমাজ তার কাছে অপরিচিত মনে হতে থাকে, সে সবার করুণার পাত্র হয়ে যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় আইন তাদের অধিকারের নামে যে সকল বিধি-বিধান আরোপ করে, তাতে একজন বিধবা তার স্বকীয়তা হারায়, তার অধিকার থেকে সে হয় বঞ্চিত, তার মর্যাদা হয় ভূলুণ্ঠিত আর সমাজে নেমে আসে বিপর্যয়। যার কারণে সমাজে বৃদ্ধি পায় অপরাধ, মানবসমাজ সংক্রমিত হয় নতুন নতুন মরণ ব্যাধিতে আর বৃদ্ধি পায় হাহাকার ও বঞ্চনা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে সৃষ্টি করার পাশাপাশি তাদের অধিকার ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যার মাধ্যমে সমাজ থেকে বঞ্চিতদের হাহাকার দূর হবে, বঞ্চিতরা ফিরে পাবে তাদের প্রাপ্য অধিকার, আর সমাজ হয়ে ওঠবে ভারসাম্যপূর্ণ। আর আল্লাহ তাআলা মানবজাতির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তাদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। আর বিধবাদের মাধ্যমেও তিনি আমাদের পরীক্ষা করেন। কেননা এর মাধ্যমে একদিকে বিধবা নিজে অসহায়ত্ববোধ করে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনীহা প্রকাশ করে, আর অপর দিকে সমাজ তার অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে তার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।]*

ভূমিকা : জন্মের পর যে বিষয়টি অনিবার্য তা হল মৃত্যু। এই মৃত্যুর মাধ্যমে পুত্র তার পিতা, বোন তার ভাই আর স্ত্রী তার স্বামীকে হারিয়ে থাকে। আর এই হারানোর বেদনা সকলকেই কম-বেশী ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। আর তাই বলে তো জীবন থেমে থাকে না। জীবন হচ্ছে স্রোতের মত, জীবনীশক্তি থাকলে সে চলতেই থাকবে।

* সিনিয়র প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

মানব জীবনে যত দুঃখ-কষ্ট আসুক না কেন, তাকে তা পাড়ি দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। আর রাতের অন্ধকার যতই গভীর হোক না কেন, দিনের আলো অনিবার্য। ঠিক তেমনিভাবে কোন নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে সে গভীর রাতের মত দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, কাছের মানুষ তার অচেনা হয়ে পড়ে, সে ভাবতে থাকে তার জীবনে হয়ত বা আর সূর্য্যের ন্যায় আলো আসবে না। কিন্তু রাত-দিনের মালিক তো আল্লাহ। আর আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন ঘটে না। আল্লাহ তাআলা রাত-দিনের যেমন বিভিন্ন বিধি-বিধান দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে মানব জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তাইতো ইসলামকে বলা হয়ে থাকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এখানে যেভাবে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনের বিষয়ে বলা হয়েছে, তদ্রুপ এ বন্ধন কোন কারণে ছিন্ন হলেও তার সমাধান দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানবজাতি তাঁর বিধান লঙ্ঘন করার কারণে পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে মানবিক বিপর্যয়। তাই বিধবা মহিলাগণ লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার। শুধুমাত্র ইসলামী বিধানই দিতে পারে তাদের মুক্তি, মর্যাদা ও অধিকার।

ইসলামী আইনে বিধবা নারীর কর্তব্য

ইসলামী আইনে প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[১] বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়, আবার স্বামীর মৃত্যু ঘটলেও তার বিধবা স্ত্রীর ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব ও কতর্ব্য চলে আসে। আর এ কতর্ব্য পালনের মাধ্যমে সে তার মৃত স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ করার পাশাপাশি তার নিজের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ইদ্দত পালন

ইসলাম বিধবাদের দিয়েছে নিরাপত্তা, অধিকার ও মর্যাদা। জন্মের মাধ্যমে প্রত্যেকের মৃত্যু অবধারিত হয়ে যায়।[২] আর কোন নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে সে স্বাভাবিকভাবেই অসহায়ত্ব বোধ করে। ইসলাম তার এই অসহায়ত্ব ও নিরাপত্তাহীনতা

১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল জুম'আতি, পরিচ্ছেদ : আল-জুমআতুফিল কুরা ওয়াল মুদুন, বৈরূত : দারু ইবনে কাসীর, খ. ১, পৃ. ৩০৪, হাদীস নং-৮৫৩
أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته . قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته

২. আল-কুরআন, ৩ : ১৮৫ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

দূর করার জন্য কিছু বিধান দিয়েছে। যার মাধ্যমে সে নিজেকে পবিত্র করতে পারে ও নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর তা হলো বিধবার ইদ্দত পালন করা।[৩] ইদ্দত পালনের মাধ্যমে বিধবা নিজেকে পবিত্র করার পাশাপাশি পরবর্তী বংশধরের পিতৃ পরিচয় নিশ্চিত করে থাকে। কেননা কোন নারী বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হলে তার গর্ভে কোন সন্তান আছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ইসলামের বিধানে সন্তানের প্রকৃত পিতাই পিতৃত্বের দাবীদার। সন্তানের পিতৃত্ব নিশ্চিত হওয়ার জন্য ও তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইদ্দাতের মাধ্যমে বিধবাকে নির্দিষ্ট কিছু বিধি-বিধান পালনে আদেশ দেয়া হয়েছে। ইদ্দত পালনের মাধ্যমে বিধবা নিজেকে পবিত্র ও সমাজকে করতে পারে।

শোক প্রকাশ করা

ইসলাম একটি স্বভাবজাত জীবন বিধান। এখানে খুশির সময় আনন্দ, আবার দুঃখের সময় শোক প্রকাশের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আবার এ আনন্দ যেন বল্‌গাহীন না হয় এবং দুঃখও যেন চিরসাথী না হয় তারও বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তাই স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুর জন্য সর্বোচ্চ তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ করতে

৩. ইদ্দত বলতে বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকগণের পুনর্বিবাহের পূর্বে অপেক্ষা করবার নির্ধারিত কালকে বোঝানো হয়।
[সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ. খ. ১, পৃ. ১১৬]
অবস্থার প্রেক্ষিতে ইদ্দতের সময়কাল ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।
স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে তালাক দেওয়া হলে, তাহলে তার কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না।
আল-কুরআন, ৩৩ : ৪৯
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾
স্ত্রীর সাথে মিলনের পর তালাক প্রদান করলে, তাদের তিনটি ঋতুস্রাবপূর্ণ করার মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে।
আল-কুরআন, ২ : ২২৮ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিংবা বয়োবৃদ্ধা নারীর তিন মাস ইদ্দত পালন করতে হবে।
আল-কুরআন, ৬৫ : ৪
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
গর্ভবতী নারী সন্তন প্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।
আল-কুরআন, ৬৫ : ৪ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن
বিধবা নারীর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে।
আল-কুরআন, ২ : ২৩৪
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

নিষেধ করা হয়েছে। আর স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী পরবর্তী চার মাস দশ দিন নিজেকে পবিত্র করার জন্য কিছু বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে এ শোক পালন করবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

যারা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা, তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই।[৪]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا

উম্মে হাবীবা রা. রাসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করবে।[৫]

সাজসজ্জা ও সুগন্ধি পরিহার

ইসলাম বিধবার ইদ্দত-এর সময় অতিরিক্ত সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার নিষেধ করেছে। কেননা ইসলাম নারীদের সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার তার স্বামীকে প্রদর্শনের জন্য করার অনুমতি দিয়েছে, আর ঐ সময়ে সাজসজ্জা ও সুগন্ধি পরিহার সমাজেরও দাবী থাকে। এ সময়ে বিধবা চাকচিক্যময় পোষাক ও অলংকার পরিহার করে স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾

যারা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা।[৬]

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনে কাসীর রহ. বলেন, এই সময়ে বিধবা স্ত্রীরা নিজেদের সৌন্দর্য, সুগন্ধি, উত্তম কাপড় এবং অলংকার পরিধান থেকে বিরত রাখবে। আর এটা পালন করা তাদের জন্য ওয়াজিব।[৭]

৪. আল-কুরআন, ২ : ২৩৪
৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ত্বলাক, পরিচ্ছেদ : বাবুল কুহলি লিল হাদ্দাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৪৩, হাদীস নং-৫০২৫
৬. আল-কুরআন, ২ : ২৩৪
৭. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনুল আযিম*, তাহকীক : সামী ইবনে মুহাম্মদ আস সালামাহ, রিয়াদ: দারু আত্তায়্যেবা, ১৯৯৯, খ. ১, পৃ. ৬৩৮

এ সময় সুগন্ধি পরিহার প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثو بًا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار

উম্মে আতিয়্যা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিষেধ করা হত, আমরা যেন কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন না করি। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে এবং (এ সময়) আমরা যেন সুরমা ও খোশবু ব্যবহার না করি আর রঙিন কাপড় যেন পরিধান না করি। তবে হাল্কা রঙের হলে দোষ নেই। আমাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, আমাদের কেউ যখন হায়েয শেষে গোসল করে পবিত্র হয়, তখন সে (দুর্গন্ধ দূরীকরণার্থে) আযফার নামক স্থানের কুস্ত (সুগন্ধি) ব্যবহার করতে পারে।[৮]

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া

ইসলাম বিধবা নারীদের পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং মানবজাতিকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা ও সন্তানের পিতৃ পরিচয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিবাহ করতে নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾

যারা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা।[৯]

অত্র আয়াতের يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ অংশের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনে জারীর আত-তাবারী রহ. বলেন, তারা ইদ্দত পালন অবস্থায় নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রাখবে স্বামী গ্রহণ থেকে, সুগন্ধি ও সাজ-সজ্জা থেকে, স্বামীর জীবদ্দশায় তারা যে গৃহে বাস করত, সে গৃহ থেকে অন্যত্র গমন করা থেকে।[১০]

৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ত্বালাক, পরিচ্ছেদ : বাবুল কুসতি লিল হাদ্দাতি ইনদাত তুহুরি, প্রাগুক্ত, খ. ৫ম , পৃ. ২০৪৩, হাদীস নং-৫০২৭
এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে,
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل "
ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : তালাক, পরিচ্ছেদ : ফিমা তাজতানিবুহুল মুতাদ্দাতি ফি ইদ্দাতহা, বৈরূত : দারুল ফিকর, খ. ১, পৃ. ৭০৩, হাদীস নং ২৩০৪

৯. আল-কুরআন, ২ : ২৩৪

১০. আবু জা'ফার মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান*, খ. ২৩, পৃ. ২৪১

মহান আল্লাহ অন্য স্থানে ইরশাদ করেন,

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾

আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও, কিংবা নিজেদের অন্তরে কোন সংকল্প লুকিয়েরাখোল, তবে তাতেও কোন পাপ নেই, আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য শরীয়তের নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নেবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছ করো না। আর একথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।[১১]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনে কাসীর রহ. বলেন, বিধবার ইদ্দত পালন করার সময় বিবাহতো করা যাবেই না; বরং বিবাহের অঙ্গীকারও করা যাবে না। তবুও কেউ যদি ঐ সময় বিবাহর করে নেয় এবং সহবাসও করে, তবে তাদের পৃথক করে দিতে হবে। তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর মোহর আদায় করতঃ তারা পরস্পর ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পারবে।[১২]

স্বামীর গৃহে অবস্থান

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী স্বামীর গৃহে অবস্থান করে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করবে এবং স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর গৃহে এক বছর পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

যারা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা, তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই।[১৩]

১১. আল-কুরআন, ২ : ২৩৫

১২. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনুল আযিম*, তাহকীক, সামী ইবনে মুহাম্মদ আস সালামাহ, রিয়াদ: দারু আত্তাইয়্যেবা, ১৯৯৯, খ. ১, পৃ. ৬৩৬

১৩. আল-কুরআন, ২:২৩৪

আর যদি বিধবা কোনো প্রয়োজনে স্বামীর গৃহ ব্যতীত অন্য স্থানে ইদ্দত পালন করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف . قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها . زعم ذلك مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج.قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها

মুজাহিদ রহ. হতে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী: "তোমাদের মধ্যে যারা বিবিদেরকে রেখে মারা যাবে" (আল-কুরআন, ২ : ২৪০) তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করে ইদ্দত পালন করা মহিলার জন্য ওয়াজিব ছিল। পরে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন: "তোমাদের মধ্যে যারা বিবিদেরকে রেখে মারা যাবে, তারা বিবিদের জন্য অসিয়ত করবে, যেন এক বৎসরকাল সুযোগ-সুবিধা পায় এবং গৃহ হতে বের করে দেয়া না হয়, তবে যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায়, তবে তোমাদের প্রতি গোনাহ নেই তারা নিজেদের ব্যাপারে বৈধভাবে কিছু করলে।" (আল-কুরআন, ২ : ২৪০)। মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলা (আরো) সাত মাস বিশ রাত (যোগ করে) তার পূর্ণ এক বছরকাল থাকার ব্যবস্থা করেছেন। (এ সময়) মহিলা ইচ্ছা করলে ওসিয়ত অনুসারে পূর্ণ বছর থাকতে পারে, আবার সে ইচ্ছে করলে বেরও হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم﴾ (তবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই)-এর মর্মার্থ হলো এটাই। তাই মহিলার উপর ইদ্দত পালন করা যথারীতি ওয়াজিব। আবূ নাজিহ এ কথাগুলো মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আত্বা বলেন, ইবনু আব্বাস রা. বলেছেন : এ আয়াতটি স্বামীর বাড়ীতে ইদ্দত পালন করার নির্দেশকে রহিত করে দিয়েছে। অতএব, সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারে। আতা বলেন: ইচ্ছা হলে ওসিয়ত অনুযায়ী সে স্বামীর পরিবারে অবস্থান করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে অন্যত্রও ইদ্দত পালন করতে পারে। কেননা, মহান আল্লাহ বলেছেন: "তারা নিজেদের জন্য বিধিমত যা করবে, তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই।" আতা বলেন, এরপর মিরাছের আয়াত অবতীর্ণ হলে 'বাসস্থান দেয়ার' হুকুম রহিত হয়ে যায়। এখন সে যেখানে চায় ইদ্দতপালন করতে পারে, তাকে বাসস্থান দেয়া জরুরী নয়।[১৪]

১৪. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, তাহকীক : সামী ইবনে মুহাম্মদ আস-সালামাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৪৬; ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-ত্বালাক্ব, পরিচ্ছেদ : আল্লাহর

সন্তানের ভরণ-পোষণ

স্বামীর অর্বতমানে সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব স্ত্রীর উপরে বর্তায়। সে তার অথবা তার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তাদের লালন-পালন করবে। পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স ১৯৮৫ অনুযায়ী, পিতা অক্ষম বা দরিদ্র হলে মা সন্তানের ভরণ-পোষণ করবে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾

যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে।[১৫]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها و لم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه و سلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار

আয়িশাহ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ভিখারিণী দু'টি শিশু কন্যা সঙ্গে করে আমার নিকট এসে কিছু চাইল। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দু'ভাগ করে কন্যা দু'টিকে দিল। এরপর ভিখারিণী বেরিয়ে চলে গেলে নবী স. আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বললেন, যাকে এরূপ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোনরূপ পরীক্ষা করা হয়, সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে আড় হয়ে দাঁড়াবে।[১৬]

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে,

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله (تزوجت يا جابر) . فقلت نعم فقال (ابكرا أم

বাণী : ওয়াল্লাজিনা ইউতাওয়াফ্ফাওনা মিনকুম ওয়াজারুনা আয ওয়াজা...., প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৪৪, হাদীস নং-৫০২৯

১৫. আল-কুরআন, ২ : ২৭৪

১৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : যাকাত, পরিচ্ছেদ : ইত্তাকুন্নারা ওয়ালাও বিশিক্কি তামরাতিন ওয়ালক্বালীলি মিনাস সাদাকাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৫৪, হাদীস নং-১৩৫২
এ প্রসঙ্গে হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে,
عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة ؟ أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم
ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : যাকাত, পরিচ্ছেদ : বাবু ফাদলুন নাফাকাতি ওয়াস সাদাকাতি আলাল আকরাবীন, বৈরুত : দার ইয়াহইয়া আত্ তুরাস, খ. ২, পৃ. ৬৯৫, হাদীস নং-১০০১

ثيبا) . قلت بل ثيبا قال (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك تضاحكها وتضاحكك) . قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال (بارك الله لك أو قال خيرا

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা সাত অথবা নয়টি কন্যা রেখে মারা যান। তারপর আমি এক প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাকে বিয়ে করি। রাসূলুল্লাহ স. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবির! তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : কুমারী না প্রাপ্তবয়স্কা? আমি বললাম, প্রাপ্তবয়স্কা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কুমারী বিবাহ করলে না, যাতে তার সাথে তুমিও ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে কৌতুক করতে পারতো? জাবির রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স. কে জানালাম, আব্দুল্লাহ কয়েকটি কন্যা সন্তান রেখে ইন্তেকাল করেছেন, আমি তাদের মতই কুমারী বিবাহ করা পছন্দ করিনি। তাই আমি বয়স্কা মহিলা বিয়ে করেছি, যাতে সে তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।[১৭]

ইসলামী আইনে বিধবাদের মর্যাদা

ইসলাম বিধবা নারীদের দিয়েছে মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার। যদি কোন বিধবা পুনরায় বিবাহ না করে তার ইজ্জত-আবরু রক্ষা করে তার মৃত স্বামীর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, ইসলাম তাকেও স্বাগত জানায় এবং তার জন্য বিশেষ মর্যাদা ঘোষণা করে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَوْف بْنِ مَالك الأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم- أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا

আউফ বিন মালিক আশজায়ী রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন, আমি এবং কষ্ট ও মেহনতের কারণে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মহিলা কিয়ামতের দিন দুই আঙ্গুলের মত নিকটবর্তী হব। রাসূলুল্লাহ স. তর্জনী ও মধ্যমা পাশাপাশি করে দেখালেন। বংশীয় কৌলিন্য ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী যে বিধবা নারী প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ইয়াতিম সন্তানদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে।[১৮]

১৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : নাফাকাত, পরিচ্ছেদ : আওনুল মার'আতি জাওযিহা ফী ওয়ালাদিহি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫৩, হাদীস নং-৫০৫২

১৮. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : তালাক, পরিচ্ছেদ : ফিমা তাজতানিবুহুল মুতাদ্দাতি ফি ইদ্দতিহা, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫০২, হাদীস নং ৫১৫১

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ تَأْتِي امْرَأَةٌ تُبَادِرُنِي فَأَقُولُ لَهَا: مَا لَكِ؟ وَمَا أَنْتِ؟ فَتَقُولُ: أَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ عَلَى أَيْتَامٍ لِي

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমিই ঐ ব্যক্তি যার জন্য সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলা হবে। কিন্তু এক মহিলা এসে আমার আগে জান্নাতে যেতে চাইবে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো যে, তোমার কী হল? তুমি কে? তখন সে বলবে, আমি ঐ মহিলা যে স্বীয় ইয়াতিম বাচ্চার লালন পালনের জন্য নিজেকে আটকে রেখেছি (বিবাহ করা থেকে)।[১৯]

অপর একটি হাদীসে বিধবা ও ইয়াতিমদের যারা সাহায্য সহযোগিতা করে, তাদেরকে মুজাহিদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار

আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী সা. বলেছেন: বিধবা ও মিসকিনের জন্য খাদ্য জোগাড় করতে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মত অথবা রাতে সালাতে দণ্ডায়মান ও দিনে সিয়াম পালনকারীর মত।[২০]

ইসলামী আইনে বিধবাদের অধিকার

বৈধব্য হচ্ছে জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত একটি পরিণতি। এই পরিণতি অত্যন্ত দুঃখের। মানব জীবনের এই অবস্থাতে সে অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ নারীর জীবন যেখানে পুরুষের উপর নির্ভরশীল, সেখানে বিধবাবস্থা নারীর জীবনে দুর্যোগ নিয়ে আসে।[২১] ইসলাম পূর্ব আরবে বিধবাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হত। কোন নারী বিধবা হলে তাকে তার স্বামীর সম্পত্তি থেকে কোন অংশ দেয়া হত না; বরং তাকেই সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করে তার উত্তরাধিকারীরা তার সম্পত্তি ও তাকে ভোগ করত।[২২] তাকে নির্জন ঘরে এক বছর যাবত আবদ্ধ করে রাখা হত এবং বছর শেষে পশু-পাখির বিষ্ঠা নিক্ষেপের মাধ্যমে

১৯. হাফিজ ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ বিন আত-তামীমী আবি ইয়ালা, *মুসনাদে আবি ইয়ালা*, অধ্যায় : তালাক, পরিচ্ছেদ : ফিমা তাজতানিবুহুল মুতাদ্দাতি ফি ইদ্দতিহা, বৈরূত : দারুল মামুন, খ. ১৩, পৃ. ৫

২০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : নাফাকাত, পরিচ্ছেদ : ফাদলিন নাফাকাতি আলা আহলি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৪৭, হাদীস নং-৫০৩৮

২১. গাজী শামসুর রহমান, *মানবাধিকার ভাষ্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ৫২০

২২. আল-কুরআন, ৪:১৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

বের হয়ে আসতে হত।[২৩] ইসলাম বিধবাদের এই করুণ অবস্থা থেকে মুক্ত করে তাদের দিয়েছে সম্মান ও অধিকার।

ভরণ-পোষণের অধিকার

ইসলাম বিধবাদের ভরণ-পোষণ প্রাপ্তির অধিকার দিয়েছে। বিধবা নারী তার স্বামীর সম্পত্তি থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার রাখে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾

আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে।[২৪]

আর যদি বিধবা নারীর নিজের ও সন্তানের ভরণ-পোষণের কোন অবলম্বন না থাকে, তাহলে রাষ্ট্র তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে। রাষ্ট্র তাদের আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের অভাব-অনটন দূর করবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,

عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغار والله ما

২৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ত্বলাক, পরিচ্ছেদ : তুহিদ্দুল মুতাওয়াফ্ফা আনহা আরবাআতা আশহুরি ওয়াশারা, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৪২, হাদীস নং-৫০৪২

عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا . مرتين أو ثلاثا . كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها و لم تمس الطيب حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك ما تفتض ؟ قال تمسح به جلدها

২৪. আল-কুরআন, ২ : ২৪০

ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي مع النبي صلى الله عليه و سلم فوقف عمر و لم يمض ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها ؟ قال عمر ثكلتك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحان نستفيء سهمانهما فيه

আসলাম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর সঙ্গে বাজারে বের হলাম। সেখানে একজন যুবতী মহিলা তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমার স্বামী ছোট একটা বাচ্চা রেখে ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহর কসম, তাদের আহারের জন্য পাকানোর মত কোন বকরীর খুরাও নেই এবং নেই কোন ফসলের ব্যবস্থা ও দুধেল উট, বকরী। ভীষণ অভাবে তারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে। অথচ আমি হলাম খুফাফ ইবনু আয়মা গিফারীর কন্যা। আমার পিতা নবী স. এর সঙ্গে হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ কথা শুনে উমর রা. তাঁকে অতিক্রম না করে পার্শ্বে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন, তোমার গোত্রকে ধন্যবাদ। তারা তো আমার খুবই নিকটের মানুষ। এরপর তিনি বাড়িতে এসে আস্তাবলে বাঁধা উটের থেকে একটি মোটা তাজা উট এনে দুই বস্তা খাদ্য এবং এর মধ্যে কিছু নগদ অর্থ ও বস্ত্র রেখে এগুলো উক্ত উটের পিঠে উঠিয়ে দিয়ে মহিলার হাতে এর লাগাম দিয়ে বললেন, তুমি এটি টেনে নিয়ে যাও। এগুলো শেষ হওয়ার পূর্বেই হয়তো আল্লাহ তোমাদের জন্য এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি তাকে খুব বেশি দিলেন। উমর রা. বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। আল্লাহর কসম, আমি দেখেছি এ মহিলার আব্বা ও ভাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি দূর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন এবং পরে তা জয়ও করেছিলেন। এরপর ওই দূর্গ থেকে অর্জিত তাঁদের অংশ থেকে আমরাও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের দাবি করি (এবং কিছু অংশ আমরা নিজেরা গ্রহণ করি এবং কিছু অংশ তাদেরকে দেই।)[২৫]

ইজ্জত-আবরু নিয়ে জীবন-যাপনের অধিকার

ইসলাম বিধবা নারীকে ইজ্জত-আবরু নিয়ে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। কোন নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্বাভাবিকভাবে সে অসহায়বোধ করে ও নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটায়। এই সুযোগে অনেকেই তাদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তাদেরকে বিয়ের

২৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, পরিচ্ছেদ : গাযওয়াতুল হুদাযবিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫২৭, হাদীস নং-৩৯২৮

প্রলোভন দেখায় ও অশোভনীয় আচরণ করে থাকে। ইসলাম এহেন আচরণ করতে নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا عَرَّضْتُم به منْ خطْبَة النّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ في أَنفُسكُمْ عَلمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكن لا تُوَاعدُوهُنَّ سرًّا إلا أَن تَقُولُوا قَوْلا مَّعْرُوفًا وَلا تَعْزمُوا عُقْدَةَ النّكَاح حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في أَنفُسكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَليمٌ ﴾

আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও, কিংবা নিজেদের মনে কোন আকাঙ্খা লুকিয়ে রাখ, তবে তাতেও কোন পাপ নেই, আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য শরীয়তের নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নেবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছ করো না। আর একথা জেনে রেখ যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।[২৬]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن ابن عباس. يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وأن الله لسائق إليك خيرا أونحو هذا وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول أن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها وأن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد أن يفرق بينهما

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রা. বলেন: যদি কোন ব্যক্তি ইদ্দত পালনকারী কোন মহিলাকে বলে যে, আমার বিবাহ করার ইচ্ছা আছে। আমি কোন সতী মহিলাকে পেতে ইচ্ছা পোষণ করি। কাসিম রহ. বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, যেন কোন ব্যক্তি বলল, তুমি আমার কাছে খুবই সম্মানিতা এবং আমি তোমাকে পছন্দ করি। আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণ বর্ষণ করুন। অথবা এই ধরনের উক্তি। আতা রহ. বলেন, বিবাহের ইচ্ছা ইশারায় ব্যক্ত করা উচিত, খোলাখুলি এই ধরনের কোন কথা বলা ঠিক নয়। কেউ এ ধরনের কথা বলতে পারে যে, আমার এ সকল গুণের প্রয়োজন আছে। আর আপনার জন্য সুখবর, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য আপনি পুনঃবিবাহর উপযুক্ত। সে মহিলাও বলতে পারে, আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি কিন্তু এর বেশি ওয়াদা করা ঠিক নয়। তার অভিভাবকদেরও তার অজ্ঞাতে কোন প্রকার ওয়াদা দেয়া ঠিক নয়।

[২৬] আল-কুরআন, ২ : ২৩৫

কিন্তু যদি কেউ ইদ্দতের মাঝে কাউকে বিবাহের কোন প্রকার ওয়াদা করে এবং ইদ্দত শেষে সে ব্যক্তি যদি তাকে বিবাহ করে তবে সেই বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হবে না।[২৭]

ইসলাম বিধবাদের সম্ভ্রমের নিরাপত্তা প্রদান করেছে। জাহিলী যুগের ন্যায় পিতার মৃত্যুর পর তার পুত্র কর্তৃক বিধবা স্ত্রীদের বিবাহ নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن البراء بن عازب قال مر بي خالي سماه هشيم في حديثه الحرث بن عمرو وقد عقد له النبي صلى الله عليه و سلم لواء فقلت له أين تريد ؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه

বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মামা আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। (রাবী হুশাইম তাঁর বর্ণিত রিওয়ায়েতে বারা' ইবনু আযিব রা. -এর মামার নাম হারিছ ইবনু আমর উল্লেখ করেছেন।) রাসূলুল্লাহ স. তাঁর জন্য একটি ঝাণ্ডা তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. আমাকে এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছেন, যে তার পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তাকে হত্যা করি।[২৮]

অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলামী আইন বিধবা নারীদের যে সকল অধিকার দিয়েছে, তার মধ্যে অর্থনৈতিক অধিকার অন্যতম। ইসলাম প্রত্যেক বিবাহিতা নারীর মোহরের[২৯] অধিকার দিয়েছে।

[২৭] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম ফিমা.. , প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৬৮

[২৮] ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : হদ্দ, পরিচ্ছেদ : মান তাযাওয়য়াজা ইমরাআতা আবী হি মিম বা'দি, বৈরূত : দারুল ফিকর, খ. ২, পৃ. ৮৬৯, হাদীস নং ২৬০৭

[২৯] মোহর আরবী শব্দ, অর্থ-স্বেচ্ছাকৃত দান। মুসলিম আইন অনুসারে বিবাহের চুক্তিকালে বর কর্তৃক কন্যাকে যে অর্থ দেয়া হয় তাই মোহর এবং তা স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়। ইসলাম পূর্বকালে মোহর ওয়ালীর হাতে অর্থাৎ পিতা, ভাই বা যে আত্মীয়ের অভিভাবকত্বে কন্যা থাকত তার হাতে প্রদান করা হত। স্ত্রী মোহরের কিছুই পেতনা। ইসলামে মোহর ব্যতীত যে কোন বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হয়। মোহরের পরিমাণ স্বামীর আর্থিক স্বচ্ছলতার ভিত্তিতে নির্ধারণ হবে। ইসলামে মোহর দু ভাবে নির্ধারণ করা হয়। নির্দিষ্ট মহর, বিবাহের সময় যে মেহরের পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত থাকে, আর অনির্দিষ্ট মোহর বিবাহের সময় নির্দিষ্ট থাকে না।
[সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৯-১৯০]

ইসলামী আইনে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বিবাহের সময়ই সন্তুষ্টচিত্তে মোহর পরিশোধের নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾

আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর খুশীমনে দিয়ে দাও।[৩০]

এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী রহ. উল্লেখ করেন,

وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا . وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة وقال سهل قال النبي صلى الله عليه و سلم ولو خاتما من حديد

আর অধিক মোহর এবং সর্বনিম্ন মোহর কত? - এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এবং তোমাদের যদি তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না" (আল-কুরআন, ০৪ : ২০) এবং আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "অথবা তোমরা তাদের মোহরের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দাও"। (আল-কুরআন, ০২ : ২৩৬)" সাহল রা. বলেছেন, নাবী সা. এক ব্যক্তিকে বললেন, যদি একটি লোহার আংটিও হয়, তবে মোহর হিসাবে যোগাড় করে দাও।[৩১]

আর যদি বিবাহে মোহর নির্ধারণ না হয়ে থাকে এবং স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তাহলে ঐ বিধবাকে মেহরে মিছল[৩২] প্রদান করতে হবে।[৩৩] মোহর পরিশোধ সম্পর্কে হাফিয ইবনে কাসীর রহ. উল্লেখ করেছেন, "স্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে স্বামীগণ মোহর বিবাহের

৩০. আল-কুরআন ৪ : ৪
এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন,
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
আল-কুরআন ৪ : ২৪
لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

৩১. বুখারী, আস-সাহীহ, অধ্যায়: আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

৩২ মোহরে মিছল হচ্ছে যে বিয়েতে মোহরের পরিমাণ যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয় না; বরং স্ত্রীর আর্থিক অবস্থা, পারিবারিক মর্যাদা, স্ত্রীর বোন অথবা পিতার পরিবারের অন্যান্য কন্যা যথা: ফুফুর মোহরের অনুপাতে এবং গুণাগুণ অনুসারে যে মোহর প্রদান করা হয়। যে সব ক্ষেত্রে বিয়েতে লেনদেন নির্দিষ্ট করা হয় না, সে সব ক্ষেত্রে এই মোহর মিছলই নির্ধারিত হবে।
[সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৯০]

৩৩. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : নিকাহ, পরিচ্ছেদ : ইবাহাতু তাযাওয়াজু বিগায়রি সাদাক্বি, বৈরূত : দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যাতি, খ. ৩, পৃ. ৩১৬, হাদীস নং-৫৫১৫

পরও পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু মহর পরিশোধের পূর্বেই যদি স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তবে স্ত্রীর স্বামী নিকট মোহর বাবদ ঋণী হয়ে থাকবে। তাই স্ত্রী তার ঋণ আদায়ের জন্য স্বামীর সম্পত্তি আটক করার অধিকার রাখে।[৩৪] এ প্রসঙ্গে মুসলিম আইন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, "কোন মৃত মুসলমানের উত্তরাধিকারীরা দেনমোহর ঋণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয়। মৃতের কাছে প্রাপ্য অন্যান্য ঋণের মত দেনমোরের ঋণেও উত্তরাধিকারীর মৃতের সম্পত্তিতে প্রাপ্য অংশের আনুপাতিক হারে প্রত্যেক উত্তরাধিকারী দায়ী হবে। কোন মহিলার স্বামীর সম্পত্তি তার দখলে থাকলে স্বামীর অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা তাদের নিজ নিজ অংশের দখল উদ্ধার করতে পারবে। একজন মুসলমান এক বিধবা, একপুত্র ও দু'কন্যা রেখে মারা যায়। বিধবা ৩২০০ টাকার দেনমোহর ঋণ পাবার অধিকারী। পুত্রের প্রাপ্য অংশ হল ৭/১৬ এবং সে ৭/১৬ এর ৩২০০ = ১৪০০ টাকা দিতে বাধ্য, এবং বিধবার দখলে স্বামীর সম্পত্তি থাকলে পুত্র ১৪০০ টাকা পরিশোধ করে বিধবার থেকে নিজ অংশ নিবে। প্রত্যেক কন্যার প্রাপ্য অংশ হল ৭/৩২ এবং সে বিধবাকে ৭/৩২ এর ৩২০০ = ৭০০ টাকা প্রদান করার পর নিজ অংশ পাবে।[৩৫]

ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়কে মিরাস প্রাপ্তির অধিকার দিয়েছে এবং তাদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ রয়েছে।[৩৬] পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অংশ রয়েছে, ভাইয়ের সম্পত্তিতে বোনের অংশ রয়েছে, সন্তানের সম্পত্তিতে মায়ের অংশ রয়েছে।

عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني أثرا قال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة

৩৪. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, তাহকীক : সামী ইবনে মুহাম্মদ আস-সালামাহ, প্রাগুক্ত, ১৯৯৯, খ. ১, পৃ. ৬৩৬
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
আল-কুরআন, ২ : ২৩৬-২৩৭

৩৫. গওছুল আলম, *মুসলিম আইন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৯, পৃ. ২৭১-২৭২

৩৬. আল-কুরআন, ৪ : ৩২
وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

তদ্রুপ মৃত স্বামীর সম্পত্তিতেও স্ত্রীর নিধারিত অংশ রয়েছে।[৩৭] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ﴾

স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ।[৩৮]

আলোচ্য আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে,

عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يارسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله و لم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يارسول الله ؟ فوالله لاتنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " يقضي الله في ذلك " قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية فقال

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন
আল-কুরআন, ৪ : ০৭
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

৩৭. পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অংশ
আল-কুরআন ৪ : ১১
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

সন্তানের সম্পত্তিতে মাতার অংশ
আল-কুরআন ৪ : ১১
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অংশ
আল-কুরআন ৪ : ১২
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

ভাইয়ের সম্পত্তিতে বোনের অংশ
আল-কুরআন, ৪ : ১২
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

৩৮. আল-কুরআন, ৪ : ১২

رسول الله صلى الله عليه و سلم " ادعوا لي المرأة وصاحبها " فقال لعمهما "أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك .قال أبو داود أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বেরিয়ে আল-আসওয়াফ নামক স্থানে এক আনসারী মহিলার নিকট উপস্থিত হই। তখন ঐ মহিলা তার দু'টি মেয়েকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা সাবিত ইবনু কায়িস রা.-এর কন্যা। এদের বাবা আপনার সাথে ওহুদের যুদ্ধে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। এদের চাচা এদের সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে নিয়ে গেছে। এদের জন্য কোন কিছু রাখেনি। সম্পদ ছাড়া তো এদের বিয়ে দেওয়া যাবে না। (অর্থাৎ সহায়-সম্পত্তিহীন এ মেয়েদেরকে কেউ বিয়ে করবে না।) রাসূলুল্লাহ স. বললেন: আল্লাহ এ ব্যাপারে ফয়সালা করবেন। তখন মীরাসের আয়াত নাযিল হয়। মীরাসের আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ স. মেয়েদের চাচার কাছে লোক পাঠিয়ে বলেন : সাবিতের মেয়েদের তাঁর সম্পদের তিন ভাগের দু'ভাগ দিয়ে দাও এবং তাদের মাকে আট ভাগের একভাগ দাও। আর বাকী অংশ তোমার। ইমাম আবূ দাউদ রহ. বলেন, বর্ণনাকারী বিশর ভুল করেছেন। আসলে মেয়ে দু'টি সা'দ ইবনু রবী রা. এর কন্যা। কারণ সাবিত ইবনু ক্বায়িস রা. শহীদ হন ইয়ামামার যুদ্ধে।[৩৯]

মতামত প্রকাশের অধিকার

ইসলাম একটি সহজাত ধর্ম। কোন নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্বভাবতই সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের মতামত প্রকাশের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এই সুযোগে অনেকেই তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাই ইসলাম বিধবাদের অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য তাদের মতামতের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারী ইদ্দত পালনের মাধ্যমে তার গর্ভে সন্তানের অস্তিত্ব নিশ্চিত করে থাকে। কিন্তু বিধবা নারীর ঐ সময়ের মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ইসলাম ইদ্দত পালনের স্থান নির্বাচনে তার মতামতের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ﴾

অতঃপর যদি সে স্ত্রী নিজ থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই।[৪০]

---

৩৯. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : ফারাইয, পরিচ্ছেদ : মা যাআ ফী মিরাছিস সুলবি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৪, হাদীস নং ২৮৯১

৪০. আল-কুরআন, ২ : ২৪০

বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব আসলে তার মতামত ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না। ইসলামী আইনে বিবাহের প্রস্তাবে নারী যদি চুপ থাকে, তাহলে তার সম্মতি রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব আসলে তার মৌখিক সম্মতি প্রয়োজন। কেননা অনেক ক্ষেত্রে তাদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে ও সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দেয়া হয়ে থাকে। তাই বিধবা নারীর অধিকার রয়েছে মৌখিকভাবে তার মতামত প্রকাশ করার। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ؟ قال نعم

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন: পূর্ব বিবাহিতা তার (নিজের বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে) নিজের ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হক্বদার। কুমারীকে তার থেকে তার সম্মতি নিতে হবে, তার নীরবতাই তার সম্মতি।[৪১]

বিধবা নারীকে জোর-জবরদস্তি করে বিবাহ দিলে, সে বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার তার রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فرد نكاحه

খানসা বিনতে খিযাম রা. থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে বিবাহ দিলেন তিনি ছিলেন সায়্যিব (বিবাহিত নারী), তিনি তা অপছন্দ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট গেলে তিনি এ বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন।[৪২]

বিবাহের অধিকার

ইসলাম বিধবাদের বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। কোন নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করার পর ঐ বিধবা ইচ্ছা করলে বিবাহ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

তারপর যখন তারা ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই।[৪৩]

৪১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : নিকাহ, পরিচ্ছেদ : ইসতি'জানি সাইবি ফিন নিকাহি বিন নুত্বক্বি ওয়ালবিকরি বিছ সুকুত, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৩৭, হাদীস নং ১৪২১

৪২. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আস সায়্যিবু ইযাওয়াযুহা আবুহা ওয়াহিয়া কা'রিহাতুন, প্রাগুক্ত খ. ৩, পৃ. ২৮৩, হাদীস নং-৫৩৮৩

৪৩. আল-কুরআন, ২ : ২৩৪

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনে জারীর আত-তাবারী রহ. বলেন,

"বিধবা নারীরা ইদ্দত কাল অতিবাহিত করার পর সুগন্ধি ব্যবহার, সাজ-সজ্জা ও যে গৃহে তারা ইদ্দত পালন করেছে তা থেকে বের হতে পারবে এবং বৈধ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। আল্লাহ তাআলা তাদের ইদ্দত পালনের পর এসব কাজ তাদের জন্য বৈধ ঘোষণা করেছেন।"[৪৪]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبدالله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم حين استفتته فكتب عمر بن عبدالله إلى عبدالله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك (رجل من بني عبدالدار) فقال لها ما لي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر و عشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك ؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر

আবুত্ব ত্বাহির ও হারমালাহ্ ইয়াহইয়া রহ. থেকে বর্ণিত, উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহ রাহ, 'উমার ইবনু আবদিল্লাহ ইবনুল আরক্বাম আয-যুহরীকে নির্দেশ দিয়ে লিখলেন যে, তিনি যেন সুবয়া'আহ বিনতু হারিস আসলামীর কাছে চলে যান। এরপর তাকে তার হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে ফাতওয়া চাইছিলেন এবং তিনি তাকে যা বলেছিলেন তখন উমর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাকে লিখে পাঠালেন যে, সুবায়'আহ তাকে জানিয়েছেন- তিনি বানূ আমির ইবনু লুঈ গোত্রের সা'দ ইবনু খাওলার স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী এবং বিদায় হজ্জের সময় ওফাত পান। সে সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তার স্বামীর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরেই তিনিই সন্তান প্রসব করেন। এরপর যখন তিনি নিফাস থেকে পবিত্র হলেন, তখন বিবাহের পয়গামদাতাদের জন্য সাজসজ্জা করতে লাগলেন। তখন বানূ আবদুদ্ দার গোত্রের আবূ সানাবিল ইবনু বা'কাক নামক এক ব্যক্তি তাঁর কাছে

৪৪. আবু জা'ফার মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ২৪২

এলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, উদ্দেশ্য কী? আমি তোমাকে সাজ-সজ্জা করতে দেখতে পাচ্ছি! সম্ভবত তুমি বিবাহ প্রত্যাশী? আল্লাহর কসম! চার মাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারবে না। সুবায়া'হ বললেন, যখন সে লোকটি আমাকে এ কথা বলল, তখন কাপড়-চোপড় পরিধান করে সন্ধ্যা বেলা রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে চলে এলাম। এরপর আমি তাঁকে সে বিষয়ে জানিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তিনি আমাকে আরও নির্দেশ দিলেন যে, আমি ইচ্ছা করলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি।[৪৫]

বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক বিধবাদের সাহায্য সহযোগিতা

Loomba Foundation[46] এর Global Widows Report-2015 অনুযায়ী বাংলাদেশে বতর্মানে বিধবার সংখ্যা ৪,১৯৪,১২৫ জন।[৪৭] বাংলাদেশ সরকার বিধবাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মর্যাদা নিশ্চিতের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সংবিধানের ১৫/ঘ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।"

বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে বিধবাদের সাহায্য-সহযোগিতা শুরু করে। তাদের এ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, বিধবা মহিলাদের আর্থ-সমাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা, পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি, আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে তাদের মনোবল জোরদার করা ও চিকিৎসা সহায়তা ও পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান। শুরুতে ৪.০৩ লক্ষ জনকে মাসিক ১০০ টাকা হারে বিধবা ভাতা প্রদান করা হয়। আর বর্তমানে ১০১২.০০ লক্ষ জন বিধবাকে মাসিক ৪০০ টাকা হারে বিধবাভাতা প্রদান করছে।[৪৮]

৪৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ত্বলাক্ব, পরিচ্ছেদ : ইনক্বিদা'ই ইদ্দাতি মুতাওয়াফ্ফা আনহা যাওজুহা ওয়াগায়রিহা বিওয়াদ'য়িল হামলি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১২২, হাদীস নং, ১৪৮৪

৪৬. The Loomba Foundation was founded by Lord Raj Loomba CBE and his wife Veena, Lady Loomba. It was established in the UK as a charitable Trust Deed on 26 June 1997 and has sister charities registered in India and the USA. The inspiration came from Raj's late mother, Shrimati Pushpa Wati Loomba, who became a widow at the early age of 37 and succeeded in educating her seven young children single-handed. (www.theloombafoundation.org/)

৪৭. www. theloombafoundation.org/.../2015/.../Loomba-Foundation-Global-Widows-.

৪৮. অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৫

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতকরা শতভাগ এবং বয়স্কভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতকরা ন্যূনতম ৫০ ভাগ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় ৩৬.২৪ লক্ষ নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্র্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে। বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুস্থ মহিলা এবং প্রতিবন্ধী নারীদের বাসস্থান, পরিধেয়, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি দুই জন, উপজেলা চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি এক জন, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিনিধি এক জন, ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্য এক জন ও ইউনিয়ন সমাজকর্মী সদস্য সচিব করে কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশের সকল উপজেলা ও উন্নয়ন সার্কেল এবং সকল শ্রেণীর পৌরসভায় প্রতিটি ওয়ার্ডে জনসংখ্যার ভিত্তিতে অতীব দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায় বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে প্রতি মাসে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে এ ভাতা প্রদান করা হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে।[৪৯]

বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাও বিধবাদের সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পিকেএসএফ, পিডিবিএফ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, শক্তি ফাউন্ডেশন ও টিএমএসএস।

আন্তর্জাতিকভাবে বিধবাদের সহযোগিতা

বিধবাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে সকল আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের মাঝে Loomba Foundation অন্যতম। এই সংগঠনের উদ্যোগেই জাতিসংঘ ২০১০ সালে তাদের ৬৫তম অধিবেশনে বিধবাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ২৩ জুনকে 'বিশ্ব বিধবা দিবস' ঘোষণা করে। তাদের তথ্য মতে, বিশ্বজুড়ে বিধবারা নিদারুণ বৈষম্যের শিকার। তারা তাদের ন্যায্য পাওনা খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। তাদের মতে, বিধবাদের সন্তানরা সঠিকভাবে লালিত-পালিত না হবার কারণে তারা নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের Global Widows Report-2015 অনুযায়ী বিশ্বে বর্তমানে বিধবার সংখ্যা ২৫৮,৪৮১,০৫৬ মিলিয়ন, যা ২০১০ সালে ছিল

৪৯. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত)-২০১৩, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর

২৪৫,১৮৮,৬৩০ মিলিয়ন। তারা বিধবাদের অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আর তা হলো- আইনী সহযোগিতা, প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, বিধবাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।[৫০] Widows Right International (WRI)[৫১] সর্বপ্রথম ২০০১ সালে লন্ডনে বিশ্ব বিধবা সম্মেলন আয়োজন করে। তারা তাদের সম্মেলনে বিধবাদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়।[৫২] তারা বিধবাদের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি ও বৈষম্য দূর করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

উপসংহার

মানব জীবনের সমস্যা-সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধর্ম ও সংগঠন নানা কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। তার কারণ হল, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনিই জানেন এর সমাধানের পথ। কিন্তু আমরা সে পথের অনুসরণ না করার কারণে এত দুর্গতি-দুর্ভোগ। তাই আমাদের কর্তব্য, তাঁর বিধানের অনুসরণ ও অনুকরণ। যার মাধ্যমে আমরা বিধবাদের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারব এবং তারাও সমাজের অন্যান্য সদস্যের ন্যায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। যার ফলে সমাজ থেকে বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করে সকলের জন্য বাসযোগ্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে ।

৫০. www. theloombafoundation.org/.../2015/.../Loomba-Foundation-Global-Widows-.

৫১. Widows' Rights International is a small UK based nonprofit, non-governmental organisation working in the field of human rights for widows. We are currently building a web-based and interactive platform for the exchange of vital information for all those concerned with challenging the abuse of widows. 405, 137 Goswell Rd, London EC1V 7ET, United Kingdom, +44 20 7253 5504, http://www.widowsrights.org/index.html

৫২. http://www.widowsrights.org/index.html